অর্জিত সাফল্য

- যমুনা নদীতে অত্র প্রকল্পের আওতায় ২০১০-২০১১ ও ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরে ২২.০০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে ক্যাপিটাল ও পরবর্তী ২০১২-২০১৩ ও ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে ১৪.৫০ কিঃমিঃ দৈর্ঘ্যে রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের ফলে সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর নদী ভাঙ্গনের হুমকী কবলিত ডান পাশের "গাইড বাঁধ" বহুলাংশে ঝুঁকিমুক্ত হয়েছে। এছাড়াও যমুনা সার করাখানা এবং দেশের অন্যান্য জেলার সাথে সংযোগকারী একমাত্র সড়ক ভূয়াপুর-তারাকান্দি সড়ক ভাঙ্গনের ঝুঁকি হতে রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।
- যমুনা নদীতে ড্রেজিং কাজ বাস্তবায়নের সময় উপজাত হিসাবে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়াল্স দ্বারা সিরাজগঞ্জ শহর সংলগ্ন হার্ড পয়েন্টের উজান ও ভাটিতে ০৪ (চার) টি ক্রস বার নির্মাণ করা হয়। ফলে ভাঙ্গন কবলিত নিম্ন প্লাবনভূমি এবং নদীগর্ভ হতে প্রায় ১৬.০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, যার আনুমানিক বর্তমান বাজার মূল্য প্রায় ৪০০০ কোটি টাকা। উক্ত ০৪ (চার) টি ক্রসবার এর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়িত হলে ক্রসবার ও পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিসহ এলাকাটি ভাঙ্গন ও বন্যার ঝুঁকি হতে স্থায়ীভাবে রক্ষা পাবে এবং উক্ত পুনরুদ্ধারকৃত ভূমিতে প্রতি বছর প্রায় ২০.০০ কোটি টাকার ফসল উৎপাদন করা সম্ভব হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ইকোনোমিক জোন কর্তৃপক্ষ (BEZA) ইতোমধ্যে পুনরুদ্ধারকৃত ভূমি শিল্পায়নের জন্য অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসাবে ব্যবহারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নীতিগত সিদ্ধান্ত পেয়েছেন। বর্ণিত অর্থনৈতিক অঞ্চল বাস্তবায়িত হলে দেশজ অর্থনীতিতে ব্যপক সুফল বয়ে আনবে।

Location Map of
Capital (Pilot) Dradging of
River System in Bangladesh

প্রকাশকাল ঃ অক্টোবর ২০১৮

ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ

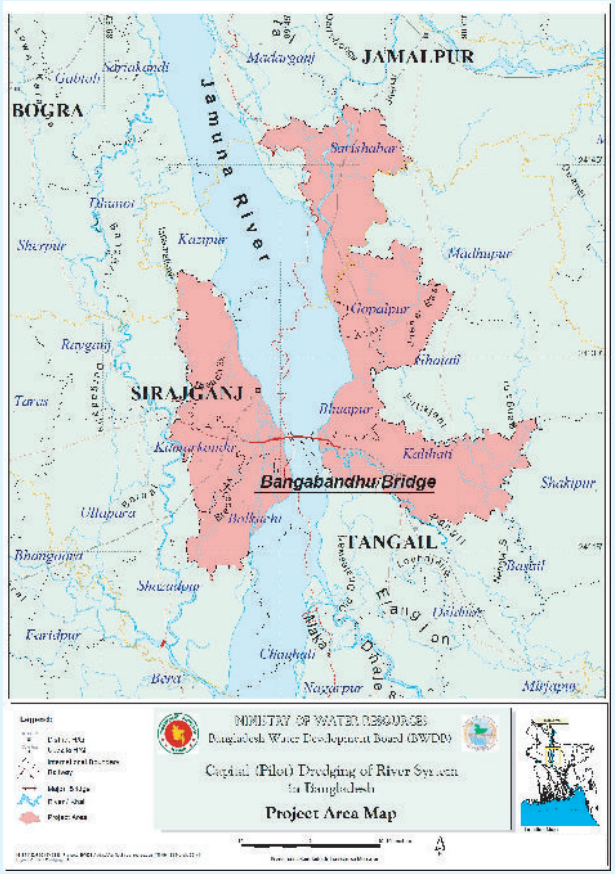

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

BANGLADESH WATER DEVELOPMENT BOARD

www.bwdb.gov.bd বাপাউবো.বাংলা

প্রকল্পের পটভূমি

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। পৃথিবীর বৃহত্তম নদীগুলোর অন্যতম পদ্মা, মেঘনা ও যমুনা নদীর অববাহিকায় বাংলাদেশের অবস্থান। নদীগুলোর প্রায় ৯৫% অববাহিকা বাংলাদেশের সীমান্তের বাইরে এবং এ সকল নদীর প্রবাহ উজান থেকে প্রতি বৎসর প্রায় ১.১ বিলিয়ন টন পলি বহন করে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। প্রতি বছর উজান হতে বয়ে আনা এ বিপুল পলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে ক্রমাগত নদীতলে জমা হওয়ার ফলে নদীর বুকে প্রচুর চর জাগরিত হয় এবং নদীগুলোর গতি-প্রকৃতি প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হয়। ফলে এর প্রবাহ নদী তীর বরাবর আঘাত হানে এবং নদী তীর তীব্র ভাঙ্গন কবলিত হয়। এতে প্রতি বছর প্রায় ৬ হাজার হেক্টর জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। এ ছাড়াও পলি জমাট হওয়ার কারনে দেশের নদ-নদী গুলোর গভীরতা ও নাব্যতা আশংকাজনক ভাবে কমে যাওয়ায় পানি ধারণ ক্ষমতাও উল্লেখযোগ্য ভাবে হ্রাস পেয়েছে ফলশ্রুতিতে প্রায় প্রতি বছর বর্ষা মৌসুমে নদ-নদী সমূহের পার্শ্ববর্তী এলাকাসহ দেশের বিপুল পরিমান এলাকা অপ্রত্যাশিত বন্যা কবলিত হয়ে জান-মালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়; যা জাতীয় উন্নয়নের জন্য বিরাট অন্তরায়। এতে কৃষি, সেচ, মৎস্যচাষ, বনায়ন, নৌচলাচল ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরূপ প্রভাব পড়ছে। দেশের মৃতপ্রায় নদ-নদীর নাব্যতা পুণঃরুদ্ধার, নিষ্কাশন মতা বৃদ্ধি এবং নদী তীর ভাঙ্গন প্রতিরোধের লক্ষ্যে ২০০৭ সনে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার নদ-নদী সমূহের ড্রেজিং এর উপর সর্বাধিক গুরুত্বারোপ করে। কিন্তু ক্যাপিটাল ড্রেজিং কাজে বাংলাদেশের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ও এতদবিষয়ে কোন উল্লেখযোগ্য সমীক্ষা না ধাকার কারণে ব্যয়বহুল মূল ড্রেজিং কাজ আরম্ভ করার পূর্বে এতদবিষয়ে প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাইলট ড্রেজিং বাস্তবায়ন ও এ বিষয়ে ফলপ্রসূতা নির্ণয়ের জন্য বিস্তারিত সমীক্ষা কাজ অন্তর্ভুক্ত করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় আগ্রহে ও নির্দেশে "ক্যাপিটাল (পাইলট) ড্রেজিং অব রিভার সিস্টেম ইন বাংলাদেশ" প্রকল্পটি গৃহীত হয়। এ প্রকল্পটি মাননীয় প্রধান মন্ত্রীর প্রতিশ্রুত অগ্রাধিকারভুক্ত প্রকল্পগুলোর অন্যতম।

প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- ড্রেজিং এর মাধ্যমে যমুনা নদীর প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ও নদীতলের অস্বাভাবিক ক্ষয় প্রশমিত করে সিরাজগঞ্জের হার্ড পয়েন্ট ও বঙ্গবন্ধু বহুমুখী সেতুর ডান গাইড বাঁধকে ভাঙ্গন/ক্ষতির ঝুঁকি থেকে রক্ষা করা।
- ড্রেজিং এর মাধ্যমে টাঙ্গাইল জেলার নলীন বাজার সংলগ্ন যমুনা নদীর প্রবাহের দিক পরিবর্তন ঘটিয়ে যমুনা সার কারখানা এবং দেশের অন্যান্য জেলার সাথে সংযোগ কারী একমাত্র সড়ক ভূয়াপুর-তারাকান্দি রাস্তাকে ভাঙ্গনের ঝুঁকি হতে রক্ষা করা।
- দেশের বড় বড় ও গুরুত্বপূর্ণ নদ-নদীতে ড্রেজিং কাজের কার্যকারিতা নিরীক্ষা ও টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা শীর্ষক সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পাদন-পূর্বক ১৫-বছর মেয়াদী Comprehensive Investment Plan প্রণয়ন করা।
- যমুনা নদীতে ড্রেজিং এর মাধ্যমে প্রাপ্ত ড্রেজড ম্যাটেরিয়ালস্ সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজানে ও ভাটিতে নদীর তীর সংলগ্ন নিচু স্থানে ফেলে ও উপযুক্ত স্থানে ক্রস বার নির্মাণের (প্রয়োজনীয় প্রতিরক্ষামূলক কাজ সম্পাদন করে) মাধ্যমে ভূমি পুনরুদ্ধার করা।

প্রকল্পের অবস্থান

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	টাংগাইল	গোপালপুর, ভূয়াপুর, কালিহাতী
	জামালপুর	সরিষাবাড়ী
রাজশাহী	সিরাজগঞ্জ	সিরাজগঞ্জ সদর, বেলকুচী, বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম থানা

প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়

লক্ষ টাকায়

ডিপিপি	অনুমোদন	জিওবি	পিএ	মোট
মূল	১০/০৫/২০১০	১,০২৮,১২.৩৪	-	১,০২৮,১২.৩৪
১ম সংশোধিত	২৯/০৭/২০১৩	১,০২২,১১.৪৪	-	১,০২২,১১.৪৪

প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল

ডিপিপি	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	মার্চ, ২০১০	জুন, ২০১২
১ম সময় বর্ধিতকরণ	মার্চ, ২০১০	জুন, ২০১৫
২য় সময় বর্ধিতকরণ	মার্চ, ২০১০	জুন, ২০১৭

প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ

লক্ষ টাকায়

ক্রঃ নং	ডিপিপি অনুযায়ী		ক্রমপুঞ্জীভূত অগ্রগতি			
	প্রধান অঙ্গসমূহ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয়	আর্থিক	বাস্তব	%
১।	ভৌত (ক্যাপিটাল) কম্পোনেন্ট					
১.১।	**পাইলট ড্রেজিং ঃ** • যমুনা নদীতে বাপাউবোর্ডের নিজস্ব ড্রেজার দ্বারা; • সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের সন্নিকটে।	১০ লক্ষ ঘঃমিঃ	১৪৬৩.০০	১৪৬৩.০০	১০ লক্ষ ঘঃমিঃ	১০০ %
১.২।	**ক্যাপিটাল ড্রেজিং ঃ** • যমুনা নদীতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ; • সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান থেকে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখের ভাটি পর্যন্ত (২০.০০ কিঃ মিঃ); • ভূয়াপুর -তারাকান্দি বাঁধের পাশে নলীন বাজারের সন্নিকটে (২.০০ কিঃ মিঃ)।	১৯৮.৯৫ লক্ষ ঘঃমিঃ	৪২৯৫৭.৪৬	৪২৩৬৯.১২	১৯৭.৫১ লক্ষ ঘঃমিঃ	১০০%
১.৩।	**মেইনটেনেন্স ড্রেজিং ঃ** • যমুনা নদীতে আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে ; • সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান থেকে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখের ভাটি পর্যন্ত (২০.০০ কিঃ মিঃ); • ভূয়াপুর -তারাকান্দি বাঁধের পাশে নলীন বাজারের সন্নিকটে (২.০০ কিঃ মিঃ)।	৮৬.৬০ লক্ষ ঘঃমিঃ	১৫৬৯৬.৫৭	১৫২৩১.১৭	৮০.৬২ লক্ষ ঘঃমিঃ	১০০%
১.৪।	**মেইনটেনেন্স ড্রেজিং (২য় বৎসর) ঃ** • যমুনা নদীতে পানি উন্নয়ন বোর্ডের নিজস্ব ড্রেজার / আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ; • সিরাজগঞ্জ হার্ড পয়েন্টের উজান থেকে ধলেশ্বরী নদীর উৎসমুখের ভাটি পর্যন্ত (২০.০০ কিঃ মিঃ); • ভূয়াপুর -তারাকান্দি বাঁধের পাশে নলীন বাজারের সন্নিকটে (২.০০ কিঃ মিঃ)।	৫১.৯৬ লক্ষ ঘঃমিঃ	৯৪৬৯.৭১	৯৪৬৯.৭১	৫১.৮৩ লক্ষ ঘঃমিঃ	১০০%
১.৫।	**সংরক্ষণমূলক কাজ ঃ** • ক্রসবার ও নদী হতে পুণরুদ্ধারকৃত ভূমি ও তদসংলগ্ন স্থানে।	৬৫২১ মিঃ	২৫৪২২.০০	২৪৫৩৫.৪৬	৪৮০০ মিঃ	১০০%
১.৬।	**জরুরী সংরক্ষণমূলক কাজ ঃ** • ক্রসবার ও তদসংলগ্ন স্থানে।	২৬৫২ মিঃ	৩০০০.০০	২৫৫৮.১২	২৬৫২ মিঃ	১০০%
২।	**সমীক্ষা (স্টাডি) কম্পোনেন্ট**					
২.১।	**টেকসই নদী ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সমীক্ষা কাজ**	৬১০ জঃমাঃ	২৭৩৮.৩৪	২৬৪৬.৩৯	৬১০ জন	১০০%
২.২।	**ড্রেজিং কাজের মান নিয়ন্ত্রণ, পরিবীক্ষণ ও অভিঘাত নিরুপণ সংক্রান্ত পরামর্শক সেবা**	১দফা (৩টি)	৫১২.৩৬	৫০০.৭১	৩টি	১০০%
৩।	**অন্যান্য**	-	৯৫২.০০	৫৬৩.৯	-	১০০%
	প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি	-	১০২,২১১.৪৪	৯৯৩৩৭.৫৮	-	১০০%

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ওয়ারী বরাদ্দ ও প্রাপ্তি

লক্ষ টাকায়

অর্থ বছর	ডিপিপি অনুযায়ী বরাদ্দ	প্রাপ্ত বরাদ্দ
২০১০-১১	৩৮৩৭.৪৬	৩৮৮০.০০
২০১১-১২	৬৪৯৮.৮৮	৬৫০০.০০
২০১২-১৩	৫৬৩১৫.৯৭	৩০৬০০.০০
২০১৩-১৪	২৭৬৪৬.৮৬	৩১৪১০.০০
২০১৪-১৫	৭৯১২.২৭	১২৩৮৫.০০
২০১৫-১৬	-	৯০৭৮.০০
২০১৬-১৭	-	৯৩০৮.০০